শসা চাষের বিস্তারিত বিবরণী

শসার জাতের তথ্য

জাতের নাম : ডেডি ২২৩১ এফ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানি

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৮

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :অত্যন্ত আগাম জাত, প্রচন্ড গরম ওআর্দ্রতা সহনশীল, ফলের ওজন ৩০০-৩৫০ গ্রাম ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪০ - ৩০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬০-৭৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : জাত ভেদে ১. ৫ - ৪.০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : ফেব্রুয়ারি-মার্চ

ফসল তোলার সময় : রোপণের ২৭-৩০ দিন পর।

তথ্যের উৎস : চাষাবাদের মূলকথা -গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

জাতের নাম : তিতুমীর এফ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : মল্লিকা সীড কো. (MSC)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০ -৬৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : জাত ভেদে ১. ৫ - ৪.০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :ফাল্গুন - আশ্বিন

ফসল তোলার সময় : রোপণের ৩৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস : ক্যাটালগ,মল্লিকা সীড কোম্পানি

জাতের নাম : গ্রীন কিং

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লালতীর

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫২

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : রং সহজে পরিবর্তন হয় না।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ - ২৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০ -৬৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : জাত ভেদে ১. ৫ - ৪.০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ - মধ্য ফাল্গুন

ফসল তোলার সময় : রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস : ক্যাটালগ,লাল তীর সীড কোম্পানি লিমিটেড

জাতের নাম : শীলা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : লালতীর

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৪৭

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : জাত ভেদে ১. ৫ - ৪.০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : মধ্য মাঘ - মধ্য আশ্বিন

ফসল তোলার সময় : রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর।

তথ্যের উৎস : ক্যাটালগ,লাল তীর সীড কোম্পানি লিমিটেড

জাতের নাম : ডেসটিনি

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : সুপ্রিম সীড

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৩৭

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন ১৫০-১৭৫ গ্রাম

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : জাত ভেদে ১. ৫ - ৪.০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : মাঘ- জৈষ্ঠ্য এবং জৈষ্ঠ্য-কার্তিক

ফসল তোলার সময় : রোপণের ২০-২৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস : ক্যাটালগ ,সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেড

জাতের নাম : বুলবুল এফ-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানি

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬২

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য : ফলের ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : জাত ভেদে ১. ৫ - ৪.০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় : শীত ব্যাতীত সারা বছর ।

ফসল তোলার সময় : রোপণের ৬০-৬৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস : চাষাবাদের মূলকথা -গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

শসার পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম শসাতে ৯৪.৯ গ্রাম জলীয় অংশ এবং ৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে । তাছাড়া নানাবিধ পুষ্টি উপাদান যেমন, চর্বি-০.১ গ্রাম , খনিজ পদার্থ- ০.৪ গ্রাম, আঁশ- ০.৪ গ্রাম , খাদ্যশক্তি- ২২ কিলোক্যালরি, আমিষ- ১.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ১৪ মিলিগ্রাম, আয়রন- ১.৫ মিলিগ্রাম , অল্প ক্যারোটিন,ভিটামিন বি-১- ০.১৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.০২ মিলিগ্রাম ও শর্করা - ৩.৫ গ্রাম ইত্যাদি বিদ্যমান ।
তথ্যের উৎস :কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

শসার বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : নার্সারী বা বীজ তলায় চার তৈরী করে জমিতে লাগানো উত্তম।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলা তৈরি ও বপন পদ্ধতিঃ নার্সারী বা বীজ তলায় চারা তৈরী করে জমিতে লাগানো উত্তম। ৫০:৫০ অনুপাতে পচা গোবর বা কম্পোষ্ট ও মাটি একত্রে মিশিয়ে ৬ X ৮ ইঞ্চি সাইজের পলিথিনের ব্যাগে ভরে নিন। প্রতি ব্যাগে ১ টি করে বীজ বপন করুন। বীজ বপনের সময়ঃ সাধারণ ভাবে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শশার বীজ বপন করুন। তবে উচ্চ ফলনশীল/ হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরণ করুন। লাইনে রোপনঃ সাধারণত মাদা থেকে মাদার দূরত্ব ৬০-৭০ ইঞ্চি আর লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৭০-৮০ ইঞ্চি রাখুন। মাদায় রোপনঃ চারার বয়স ১৬-২০ দিন হলে পলিব্যাগ সরিয়ে মাদায় চারা রোপণ মাদা তৈরীঃ ৬০-৭০ ইঞ্চি দূরত্বে গভীর ও ১২ ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত / মাদা তৈরী করুন এবং লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ৭০-৮০ ইঞ্চি ।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলা/ পলি ব্যাগ শুকিয়ে এলে হালকা সেচ দিন। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

শসার চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি :

উপযোগী জমি ও মাটিঃ বন্যামুক্ত দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে শশা ভাল হয়। শশা পানিবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা।

বীজ নির্বাচনঃ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট ও চিটামুক্ত হতে হবে। সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।

বীজের হারঃ সাধারণ ভাবে প্রতি শতকে ১.৫ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।

বীজ শোধনঃ নার্সারিতে চারা তৈরির পূর্বে প্রোভেক্স ২০০ /টিল্ট অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে বীজ শোধন করা ভাল।

জমি তৈরীঃ প্রথমে জমি ভাল করে আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে সমতল করে নিতে হয় এবং সেচ দেবার এবং অতিরিক্ত পানি সুনিষ্কাশনের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে কয়েক ভাগ করে নিতে হবে।

বীজ তলা তৈরীঃ নার্সারী বা বীজ তলায় চার তৈরী করে জমিতে লাগানো উত্তম। এক্ষেত্রে ৫০:৫০ অনুপাতে পচা গোবর বা কম্পোষ্ট ও মাটি একত্রে মিশিয়ে ৬ X ৮ ইঞ্চি সাইজের পলিথিনের ব্যাগে ভরতে হবে। প্রতি ব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হবে।

বীজ বপনের সময়ঃ সাধারন ভাবে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শশার বীজ বপন করা ভাল। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।

লাইনে রোপনঃ সাধারণত মাদা থেকে মাদার দূরত্ব ৫ ফুট আর লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৪-৬ ফুট হওয়া ভালো।

রোপনঃ চারার বয়স ১৬-২০ দিন হলে পলিব্যাগ সরিয়ে মাদায় চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি ব্যাগে ২টি চারা থাকলে মাঠে লাগানোর ৬-৭ দিন পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল চারাটি তুলে প্রতি মাদায় ১ টি করে চারা রাখতে হবে।

মাদা তৈরীঃ ৬-৭ ফুট দূরত্বে ১ ফুট গভীর ও ১ ফুট ব্যাসের গর্ত / মাদা তৈরী করতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৫.০-৬.৬ ফুট।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েবসাইট

শসার মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : বন্যামুক্ত, পানি জমে না এমন দোআঁশ- বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন
সার পরিচিতি : সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় : ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন
ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সার
পঁচা গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	৮০ কেজি
টি এস পি	১০০ কেজি
এম ও পি	৫০ কেজি
জিপসাম	৫০ কেজি
দস্তা	১২ কেজি
বোরন	১০ কেজি

সারের নাম	শতক প্রতি সার
পঁচা গোবর	২০ কেজি
ইউরিয়া	৩২০ গ্রাম
টি এস পি	৪০০ গ্রাম
এম ও পি	২০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
দস্তা	৪৮ গ্রাম
বোরন	৪০ গ্রাম

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

৫০০০ কেজি গোবর, ১০০ কেজি টিএসপি , ৫০ কেজি এমওপি, ৫০ কেজি জিপসাম, ১২ কেজি দস্তা, ১০ কেজি বোরণ জমি তৈরির সময় মাটিতে প্রয়োগ করুন। অবশিষ্ট গোবর (৫০০০ কেজি), টিএসপি (১০০ কেজি), ইউরিয়া (৮০ কেজি), পটাশ (৫০কেজি) চারা রোপণের ৫-৬ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ করুন। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম বার ,ফুল আসার পর ২য় বার এবং ফল ধরার সময় ৪০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। মাটির ধরন ধরণ সারের মাত্রা কম বেশি করুন।মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে জো এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

শসা এর সেচের তথ্য

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : মাটিতে রস কম থাকলে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দিন। সাধারণত মাটির অবস্থাভেদে ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ বার সেচ দিন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি : কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে। কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা।

তথ্যের উৎস :বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবনাক্ততা পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাপনা কলা কৌশল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

শসা এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আলো বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয় ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন । চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

শসা এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : অগাস্ট

দুর্যোগের নাম : খরিফে অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্ততি রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

প্রস্তুতি : অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখুন।জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

শসা এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : শসার টোবাকো ক্যাটারপিলার

পোকা চেনার উপায় : মাঝারি আকারের ছোপ ছোপ বাদামি রঙের স্থুল দেহের দু পাশে কয়েক জোড়া হলদে রঙের ফোঁটা আছে। ডিম পৃথক পৃথক ও সাদাটে । কীড়া সবুজ প্যাচানো ধরনের।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে । এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায় । কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন । নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন । পোকার আগমন পর্যবেক্ষণ করুন । শুকনা ছাই ছিটান । আসেপাশে কুমড়াজাতীয় ফসল/ পোষক গাছ থাকলে সতর্ক হোন।

অন্যান্য : আক্রান্ত পাতা তুলে নষ্ট বা পুড়িয়ে ফেলুন। হলুদ আঠালো ফাঁদ বসান।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ,কীটতত্ব বিভাগ ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭ ।

পোকার নাম : ফলের মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : লালচে বাদামি মাছির ঘাড়ে হলুদ দাগযুক্ত রেখা আছে। পাখা স্বচ্ছ। পাখার নিচের দিকের কিনারায় কালো দাগ আছে।পেট মোটা, স্ত্রী মাছির পেছনে সরু ও চোখা ডিম পাড়ার সুঁইয়ের মতো নল আছে। পুর্ণ বয়স্ক কীড়া স্প্রিঙ্গের মতো লাফাতে পারে। পুত্তুলি হালকা বাদামি ফাঁপা কোষের মতো।

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী মাছি কচি ফলের নিচের দিকে ওভিপজিটর ঢুকিয়ে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার স্থান থেকে পানির মত তরল পদার্থ বেড়িয়ে আসে যা শুকিয়ে বাদামী রং ধারন করে । ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাস খেতে শুরু করে এবং ফল বিকৃত হয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে পঁচে ঝরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন ।উত্তমরুপে জমি চাষ দিয়ে পোকার পুত্তলি পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন।

অন্যান্য : আক্রান্ত ফল বা ফুল সংগ্রহ করে ধ্বংশ করা বা পুড়ে ফেলুন।কচি ফল কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন ।প্রথম ফুল আসা মাত্র প্রতি ১০ শতাংশের জন্য ৩ টি হারে কুমড়াজাতীয় ফসলের ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।আম বা খেজুরের রসে সামান্য বিষ মিশিয়ে তা জানালা কাটা বোতলে রেখে দিয়ে জমির মাঝে মাঝে ফাঁদ হিসেবে স্থাপন করুন।পাকা মিষ্টি কুমড়া বা কুমড়া জাতীয় ফল ১০০ গ্রাম কুচি কুচি করে কেটে তাতে সামান্য বিষ (যেমন- সপসিন ০.২৫ গ্রাম) মিশিয়ে তা দিয়ে বিষটোপ তৈরী করে মাটির পাত্রে মাঝে মাঝে ফাঁদ হিসেবে স্থাপন করুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : রেড পামকিন বিটল

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা লম্বায় ৫-৮ মিমি মিটার লম্বা প্রায় আয়তাকার এবং চকচকে কমলা রং এর। কোন কোন প্রজাতির রং নীল ও ধূসর।গাছের গোড়ার মাটিতে হলুদ রঙ্গের ডিম পাড়ে। বয়স্ক বাচ্চা সাদা রঙের ,১২ মিমি লম্বা, পা থাকে না।

ক্ষতির ধরণ : পামকিন বিটলের পূর্ণবয়স্কপোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে।এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন । গাছের পাতার নিচ দিক দিয়ে ছাই ছিটিয়ে দিন। ।জমির আশপাশের বিকল্প পোষক অর্থাৎ কুমড়াজাতীয় গাছথাকলে সতর্ক হোন। গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে কীড়া উন্মুক্ত করে এবং ডাল পুঁতে পাখি বসার জায়গা করে দিন। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখুন, যাতে এ পোকা আক্রমণ থেকে গাছ বেঁচে যায়।

অন্যান্য : চারা আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে হাত দিয়ে মেরে ফেলুন। এক কেজি মেহগনি বীজ কুচি করে কেটে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে, এরপর ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবান গুঁড়া এবং ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিটে ফুটিয়ে ঠান্ডা হলে ৫ গুণ পানি মিশিয়ে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, শীষ অবস্থা, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বায়োনিম প্লাস স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ,কীটতত্ব বিভাগ ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,২০১৭ ।

পোকার নাম : শসার সাদা মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পরতে পারে। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

Azadirectin গ্রুপের বায়োনিম প্লাস ১ মিলি/লিটার হিসেবে ৭ দিন পর পর স্প্রে করা যেতে পারে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ,কীটতত্ব বিভাগ ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,২০১৭ ।

পোকার নাম : শসার পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ৫-৬ মিলিমিটার লম্বা বাদামি রঙের।। কীড়ার মাথা বাদামি এবং দেহ হলুদাভ থেকে হালকা সবুজ রঙের ।

ক্ষতির ধরণ : খুদে কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য : পাতায় ডিম দেখলে তা তুলে ধ্বংস করুন। পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ,কীটতত্ব বিভাগ ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,২০১৭ ।

শসা এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : শসার মোজাইক রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অথবা বায়োনিম প্লাস স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : শসার গামি স্টেম ব্লাইট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতায় পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। ব্যাপক আক্রমনে পাতা পচে যায়। কান্ড ফেটে লালচে আঠা বের হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব অথবা ম্যানকোজেব + মেটালক্সিল জাতীয় বালাইনাশক (যেমন: রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে) ৭-১০ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার করা ।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : শসার পাতার টার্গেট স্পট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পুরাতন পাতায় বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগের কেন্দ্র হালকা বাদামি কিন্তু বাইরের দিক গাঢ় বাদামি। ব্যপক আক্রমনে পাতা মরে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : ম্যানকোজেব অথবা ম্যানকোজেব + মেটালক্সিল জাতীয় বালাইনাশক (যেমন: রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে) ৭-১০ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার করুন।

অন্যান্য : জমি থেকে আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : শসার পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে । আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাক নাশক (যেমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: গোল্ডাজিম ৫ মিলিটার বা এমকোজিম বা কিউবি বা কমপ্যানিয়ন ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করতে পারেন । সুষম সার ব্যবহার করুন । রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না ।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

শসার ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : জাত ভেদে বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসতে শুরু করে। ফুল ফোটার ১৫-১৬ দিনের মধ্যে ফল সবজি হিসাবে আহরণের উপযুক্ত হয়। কচি ও পুষ্ট উভয় অবস্থায়ই শসা তোলা হয়। ফল ধরতে আরম্ভ করলে ৩/৪ দিন অন্তর শসা তোলা দরকার।

সামান্য বোটা সহ কেটে বা ফলের সঙ্গে যুক্ত স্থানে বোটা ভেঙ্গে শসা তোলা হয়। পরিবহনের সময়ঃ ফসল সংগ্রহের পর প্রথমে ডালিতে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর শশা সাজায়ে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না পরে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : আকার,প্রকার,কাটা ছেঁড়া,রোগ বা পোকা খাওয়া ফল বাছাই করে নিন ।

সংরক্ষণ : ঝুড়িতে ভরে পাতলা চট দিয়ে ঢেকে কিনারা সেলাই করে শীতল জায়গায় সংরক্ষণ করুন। বেশি দিনের হিমাগারে রাখুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

শসার বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অপি জাতের শসাতে বীজ রাখা যায় । দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে ফল পেকে গেলে বালাইমুক্ত ও নিরোগ গাছ থেকে পুষ্ট ফল বাছাই করে কাগজের ঠোংগা খুলে ফেলতে হবে ।ফল পরিপূর্ণ পেকে গেলে হলুদ/লাল রং ধারণ করে। পাকা ফল চিড়ে বীজ বের করে নিন। পরে শাঁস থেকে কচলিয়ে বীজ বের করে পরে চালুনিতে ঘষে পরিস্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিন।হালকা রোদে ২-৩ দিন ঝরঝরে করে শুকিয়ে নিন।এতোমধ্যে অপুষ্ট বীজ ও অপদ্রব্য বাছাই করে নিন। বীজ দাঁতে কট আওয়াজ করলে তা শুকানো হয়েছে ধরে নেয়া যায়।শুকনা বীজ বায়ুশূন্য পলি ব্যাগে বা বায়ুনিরোধক পাত্রে বিশেষ করে কাঁচের বৈয়ামে পূর্ণ করে রাখুন। পাত্রের ফাঁকা জায়গা শুকনা ও পরিস্কার বালু বা ছাই ভরে রাখুন। পাত্র ফাঁকা থাকলে বীজের গজানো হার কমে যেতে পারে।

বীজ সংরক্ষণ:

প্লাস্টিক/টিনের ড্রাম, পলিব্যাগ, কাঁচের বৈয়াম প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ৭% আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষণ করুন।বীজ পাত্র ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস :কৃষি প্রযুক্তি হাতবই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করণ,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

শসা এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বীজ উৎপাদনকারী চাষি,স্থানীয় হাট বাজারের বীজ বিক্রেতা,ডিএই র প্রকল্প,বি এ আর আই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান : বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার।গোবর/ জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

শসার খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : শসা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

শসা এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ভ্যান,ট্রলি,পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ,শীতাতপ কাভার্ড ভ্যান,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়,ভারে করে কাঁধে,রিক্সায়,নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : প্যাকেজিং এর জন্য ফুড রেপিং পেপার, পোরফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প্লাস্টিক কেস, ব্যবহার করুন। শশা প্যাকেজিং এর জন্য ২১ কেজি/ সুবিধা/চাহিদামাফিক ওজনের প্লাস্টিক ঝুড়ি ব্যবহার করা ভালো।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।